ভুল সংশোধনে নববি পদ্ধতি

শাইখ মুহাম্মাদ সালেহ আল-মুনাজ্জিদ

রুহামা পাবলিকেশন

সূচিপত্র

ভূমিকা | ০৯

ভুল সংশোধনে প্রয়োজনীয় সতর্কতা

১. ইখলাস | ১৭

২. ভুল মানুষের প্রকৃতিগত বিষয় | ১৯

৩. ভুল ধরতে হবে শরিয়তের সুস্পষ্ট প্রমাণের ভিত্তিতে;
অজ্ঞতার সাথে স্বভাবগত কোনো বিষয়ের ভিত্তিতে নয় | ২০

৪. ভুল যত বড় হবে, তা সংশোধনে তত বেশি গুরুত্ব দিতে হবে | ২০

৫. ভুল সংশোধনকারীর ব্যক্তিত্বের গ্রহণযোগ্যতা | ২৪

৬. জ্ঞানী ও অজ্ঞ ব্যক্তির ভুলের মাঝে পার্থক্য করা | ৩১

৭. ইচ্ছাকৃত, অসতর্কতা বা অপারগতাজনিত ভুল ও
ইজতিহাদি ভুলের মাঝে পার্থক্য করা | ৩৪

৮. ভুল পন্থায় ভালো কাজের ইচ্ছুক ব্যক্তিকে
বাধাদানে নিষেধাজ্ঞা নেই | ৩৬

৯. ভুলের ব্যাপারে সতর্ক করার ক্ষেত্রে ন্যায়বিচার
করা এবং পক্ষপাতিত্ব না করা | ৩৮

১০. ছোট ভুল সংশোধন বড় ভুলের কারণ না হয়,
সে ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করা | ৪০

১১. ভুলকারীর স্বভাব-প্রকৃতি বোঝা | ৪১

১২. ব্যক্তিগত বিষয়ে ভুল ও শরয়ি বিষয়ে ভুলের মাঝে পার্থক্য করা | ৪৩

১৩. বড় ভুল ও ছোট ভুলের মাঝে পার্থক্য করা | ৪৪

১৪. মাত্র একবার ভুলকারী ও বারবার ভুলকারী
ব্যক্তির মাঝে পার্থক্য করা | ৪৫

১৫. নতুনভাবে ভুলে লিপ্ত ব্যক্তি ও যুগ যুগ ধরে ভুলে
অভ্যস্ত ব্যক্তির মাঝে পার্থক্য করা | ৪৫

১৬. প্রকাশ্যে ভুলকারী ও গোপনে ভুলকারীর মাঝে পার্থক্য করা | ৪৫

১৭. দ্বীন পালনে যে দুর্বল এবং যার মন জয়ের প্রয়োজন, তার প্রতি কঠোরতা না করা | ৪৫

১৮. ক্ষমতা ও অবস্থানের দিক দিয়ে ভুলকারীর অবস্থার প্রতি লক্ষ রাখা | ৪৫

১৯. অল্প বয়সী ভুলকারীর বয়সের প্রতি লক্ষ রেখে তার সংশোধন করা | ৪৬

২০. যেসব মহিলার সাথে সাক্ষাৎ করা হারাম, তাদের ভুল সংশোধনে সতর্কতা | ৪৭

২১. ভুলের ভিত্তি ও তার কারণ দূর না করে ভুলের ফলে সৃষ্ট চিহ্নগুলো দূর করা নিয়ে ব্যস্ত না হওয়া | ৪৯

২২. ভুলকে বড় না করা বা বর্ণনায় বাড়াবাড়ি না করা | ৪৯

২৩. ভুল সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে লৌকিকতা ও বাড়াবাড়ি পরিহার করা এবং ভুলকারীকে তার ভুলের ব্যাপারে স্বীকারোক্তি প্রদানে বাধ্য না করা | ৪৯

২৪. ভুল সংশোধনে পর্যাপ্ত সময় ব্যয় করা... | ৪৯

২৫. ভুলকারীকে এই অনুভূতি থেকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে যে, সংশোধনকামী তার প্রতিপক্ষ.... | ৪৯

ভুল সংশোধনে মানুষের সাথে নববি আচরণের মূলনীতি

১. ভুল সংশোধনে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং শিথিলতা প্রদর্শন না করা | ৫০

২. হুকুম বর্ণনা করে ভুল সংশোধন | ৫০

৩. ভুলকারীদের শরিয়তের বিধানের দিকে প্রত্যাবর্তন করানো এবং তারা শরিয়তের যে নীতির বিরোধিতা করেছে, তা স্মরণ করিয়ে দেওয়া | ৫১

৪. যে চিন্তার সংমিশ্রণে ভুলটি সংঘটিত হয়েছে, তা সংশোধন করা | ৫২

৫. উপদেশ ও বারবার ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে ভুল সংশোধন | ৫৮

৬. ভুলকারীর প্রতি দয়া প্রদর্শন করা | ৬২

৭. ভুল সংশোধনে তাড়াহুড়া না করা | ৬৫

৮. ভুলকারীর সাথে শান্তশিষ্ট আচরণ করা | ৬৮

৯. ভুলের ভয়াবহতা বর্ণনা করা | ৭৩
১০. ভুলের ক্ষতির কথা বর্ণনা করা | ৭৫
১১. ভুলকারীকে বাস্তব মাঠে শিক্ষাদান | ৮১
১২. বিকল্প সঠিক বিষয়টি তুলে ধরা | ৮২
১৩. যে বিষয়গুলো ভুল করতে বাধা দেয় তার পথনির্দেশ করা | ৮৭
১৪. কতক ভুলকারীর সাথে তার ভুলের ব্যাপারে জেরা করতে হয় না; বরং সাধারণ আলোচনাই যথেষ্ট হয় | ৯০
১৫. ভুলকারীর বিরুদ্ধে মানুষকে উত্তেজিত করে তোলা | ৯৪
১৬. ভুলকারীর ওপর শয়তানকে সাহায্য করা থেকে বেঁচে থাকা | ৯৫
১৭. ভুল কাজ থেকে বিরত থাকতে বলা | ৯৭
১৮. ভুলকারীকে ভুল সংশোধনের পথ দেখিয়ে দেওয়া | ৯৮
১৯. শুধু ভুলের অংশটুকু বাদ দিয়ে বাকি অংশ গ্রহণ করা | ১০৩
২০. প্রাপককে তার হক ফিরিয়ে দেওয়া এবং ভুলকারীর মর্যাদা রক্ষা করা | ১০৫
২১. সম্মিলিত ভুলের ক্ষেত্রে উভয় পক্ষের কথা শুনে নির্দেশনা প্রদান করা | ১১২
২২. যার ব্যাপারে ভুল করেছে, তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা | ১১৩
২৩. ভুলকারীকে যার ব্যাপারে ভুল করেছে, তার মর্যাদার কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া; যেন সে লজ্জিত হয় এবং ওজর পেশ করে | ১১৪
২৪. ভুলকারীদের মাঝে উত্তেজনা প্রশমিত করা এবং ফিতনা নির্মূলে হস্তক্ষেপ করা | ১১৭
২৫. ভুলের কারণে রাগ প্রকাশ করা | ১২০
২৬. ভুলকারী থেকে দূরে সরে যাওয়া এবং সঠিক পথে ফিরে আসার প্রত্যাশায় তর্ক পরিহার করা | ১২৮
২৭. ভুলকারীকে ভর্ৎসনা করা | ১২৯
২৮. ভুলকারীকে তিরস্কার করা | ১৩০

২৯. ভুলকারী থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া | ১৩৩
৩০. ভুলকারীকে বয়কট করা | ১৩৬
৩১. শঠতাপূর্ণ ভুলের কারণে বদ-দুআ করা | ১৪০
৩২. ভুলকারীর প্রতি অনুগ্রহ করে কিছু কিছু ভুল উপেক্ষা করে চলা; যেন তার প্রতি ইশারা-ইঙ্গিতই যথেষ্ট হয় | ১৪১
৩৩. ভুল সংশোধনে মুসলিমকে সাহায্য করা | ১৪২
৩৪. ভুলকারীর সাথে আলোচনা করতে সাক্ষাৎ করা এবং বৈঠকে বসা | ১৪৪
৩৫. ভুলকারীর সামনে তার অবস্থা ও ভুল নিয়ে খোলাখুলিভাবে কথা বলা | ১৪৮
৩৬. ভুলকারীকে রাজি করানো | ১৫০
৩৭. ভুলকারীকে বুঝিয়ে দেওয়া যে, তার খোঁড়া অজুহাত গ্রহণযোগ্য নয় | ১৫২
৩৮. মানুবিক স্বভাব-প্রকৃতির প্রতি লক্ষ রাখা | ১৫৫
পরিশিষ্ট | ১৫৮

بسم الله الرحمن الرحيم

ভূমিকা

الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إله الأولين والآخرين وقيوم السموات والأرضين والصلاة والسلام على نبيه الأمين معلّم الخلق المبعوث رحمة للعالمين وبعد:

মানুষকে শিক্ষাদান একটি মহৎ ইবাদত; যার কল্যাণ ও উপকারিতা ব্যাপক এবং সর্বব্যাপী। এটি নবি-রাসুলদের উত্তরসূরি দায়ি ও মুয়াল্লিমদের প্রাপ্য। রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

> وإِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ وَأَهْلَ السَّمَوَاتِ وَالأَرَضِينَ حَتَّى النَّمْلَةَ فِي جُحْرِهَا وَحَتَّى الْحُوتَ لَيُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرَ
>
> 'নিশ্চয় আল্লাহ, ফেরেশতা ও আসমান-জমিনের অধিবাসীরা; এমনকি গর্তের পিপীলিকা এবং (পানির) মাছও মানুষকে উপকারী জ্ঞান শিক্ষাদানকারীদের জন্য দুআ করে।'[১]

শিক্ষা বিভিন্ন প্রকারের; আর শিক্ষাদানের মাধ্যম ও পদ্ধতিও অনেক। শিক্ষাদানের একটি পদ্ধতি হলো ভুল সংশোধন করা। সুতরাং সংশোধন করা শিক্ষাদানেরই অন্তর্ভুক্ত। শিক্ষাদান ও ভুল সংশোধন একটি অপরটির সাথে গভীরভাবে সংযুক্ত; কখনোই পৃথক হওয়ার নয়। ভুল সংশোধন ও তা বিশুদ্ধকরণ দ্বীনের ব্যাপারে কল্যাণ কামনার অন্তর্ভুক্ত, যা সকল মুসলিমের ওপর আবশ্যক। আর এটি সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজে বাধা প্রদানের সাথে খুব মজবুতভাবে সম্পৃক্ত। এখানে একটি বিষয় খেয়াল রাখতে হবে যে, ভুলের পরিধি মন্দের পরিধির চেয়েও বেশি প্রশস্ত। কারণ, ভুল কখনো মন্দের অন্তর্ভুক্ত হয়; আবার কখনো হয় না।

---

১. সুনানুত তিরমিজি : ২৬৮৫

ভুল সংশোধন আসমানি ওহি ও কুরআনি পদ্ধতিতেও রয়েছে। কেননা, আদেশ-নিষেধ, সত্যায়ন কিংবা অস্বীকার এবং ভুল সংশোধন করে আয়াত নাজিল হতো। এমনকি আল্লাহর নবি ﷺ থেকে যখন কোনো ভুল প্রকাশিত হয়েছে, তখন তিরস্কার ও সতর্ক করে আয়াত নাজিল হয়েছে। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন :

عَبَسَ وَتَوَلَّىٰ ١ أَن جَاءَهُ الْأَعْمَىٰ ٢ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّىٰ ٣ أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنفَعَهُ الذِّكْرَىٰ ٤ أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَىٰ ٥ فَأَنتَ لَهُ تَصَدَّىٰ ٦ وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّىٰ ٧ وَأَمَّا مَن جَاءَكَ يَسْعَىٰ ٨ وَهُوَ يَخْشَىٰ ٩ فَأَنتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ ١٠

(১) তিনি ভ্রু কুঞ্চিত করলেন এবং মুখ ফিরিয়ে নিলেন। (২) কারণ, তাঁর কাছে এক অন্ধ আগমন করেছে। (৩) আপনি কি জানেন, সে হয়তো পরিশুদ্ধ হতো, (৪) অথবা উপদেশ গ্রহণ করত, ফলে সে উপদেশ তার উপকারে আসত। (৫) পরন্তু যে বেপরোয়া, (৬) আপনি তার প্রতি মনোযোগী। (৭) সে শুদ্ধ না হলে আপনার কোনো দোষ নেই। (৮) যে আপনার কাছে দৌড়ে আসলো। (৯) এমতাবস্থায় যে, সে ভয় করে। (১০) আপনি তাকে অবজ্ঞা করলেন।

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন :

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ ۖ

‘আর (স্মরণ করুন,) আল্লাহ যার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন এবং আপনিও যার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, তাকে যখন আপনি বললেন, “তুমি নিজ স্ত্রীকে রেখে দাও এবং আল্লাহকে ভয় করো।” আর আপনি আপনার মনে এমন বিষয় গোপন করে রেখেছেন, যা

আল্লাহ প্রকাশ করে দেবেন। আপনি মানুষকে ভয় করছিলেন; অথচ আল্লাহকে ভয় করাই আপনার পক্ষে অধিকতর সংগত।'[২]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন :

مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ ۚ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

'কোনো নবির কাছে বন্দী রাখা সমীচীন নয়, যতক্ষণ না জমিনে রক্তপাত করা হয়। তোমরা পার্থিব সম্পদ কামনা করছ, অথচ আল্লাহ আখিরাত চান। আল্লাহ পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাবান।'[৩]

لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ

'আপনার কিছু করার নেই। হয়তো আল্লাহ তাদের ক্ষমা করবেন অথবা শাস্তি দেবেন। কারণ, তারা অত্যাচারী।'[৪]

কখনো কখনো কুরআনের আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে কোনো সাহাবির ভুল কর্মের বিবরণ নিয়ে। যখন হাতিব বিন আবি বালতাআ ﷺ কুরাইশ কাফিরদের কাছে আল্লাহর নবির যুদ্ধের টার্গেট সম্পর্কে বর্ণনা দিয়ে চিঠি পাঠিয়েছিল, তখন কুরআনের এই আয়াত নাজিল হয়েছিল—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُم مِّنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ ۙ أَن تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي ۚ تُسِرُّونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنتُمْ ۚ وَمَن يَفْعَلْهُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ

২. সুরা আল-আহজাব : ৩৭
৩. সুরা আল-আনফাল : ৬৭
৪. সুরা আলি ইমরান : ১২৮

‘হে ইমানদারগণ, তোমরা আমার ও তোমাদের শত্রুদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তোমরা তো তাদের কাছে বন্ধুত্বের বার্তা পাঠাও। অথচ তারা তোমাদের কাছে যে সত্য আগমন করেছে, তা অস্বীকার করে। তারা রাসুল ও তোমাদের বহিস্কার করে এ কারণে যে, তোমরা তোমাদের রব আল্লাহর ওপর বিশ্বাস রাখো। যদি তোমরা আমার সন্তুষ্টি ও আমার পথে জিহাদের উদ্দেশ্যে বের হয়ে থাকো, তবে কেন তাদের সাথে গোপনে বন্ধুত্বের পয়গাম পাঠাচ্ছ? আর আমি তোমরা যা গোপন করো এবং প্রকাশ করো, তার সবকিছু জানি। তোমাদের মধ্যে যে এটা করে, সে সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়।’[৫]

উহুদ যুদ্ধের তিরন্দায বাহিনীকে নবিজি ﷺ আপন স্থানে দৃঢ়ভাবে অবস্থানের আদেশ করেছিলেন। যখন তারা নিজেদের অবস্থানস্থল পরিত্যাগ করেছিল, তখন এই আয়াত নাজিল হয়েছিল—

حَتَّىٰ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ ۚ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ

‘এমনকি যখন তোমরা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেলে, পরস্পর বিবাদে লিপ্ত হলে এবং তোমরা যা পছন্দ করতে, তা দেখার পর অবাধ্যতা করলে, তখন তোমাদের কারও কামনা ছিল দুনিয়া আর কারও কামনা ছিল আখিরাত।’[৬]

নবিজি ﷺ ভদ্রতা শেখানোর লক্ষ্যে যখন নিজ স্ত্রীদের থেকে দূরে সরে গেলেন, তখন কিছু লোক প্রচার করল যে, আল্লাহর নবি নিজ স্ত্রীদের তালাক দিয়েছেন। তাই এই আয়াতটি নাজিল হয়েছিল—

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ ۖ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ

---

৫. সুরা আল-মুমতাহিনা : ১
৬. সুরা আলি ইমরান : ১৫২

> ‘আর যখন তাদের কাছে ভয় কিংবা নিরাপত্তাজনিত কোনো সংবাদ আসে, তারা তা রটিয়ে বেড়ায়। কিন্তু তারা যদি সেটা রাসুল বা তাদের মধ্যে দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের নিকট পৌঁছে দিত, তবে তাদের মধ্য হতে যারা অনুসন্ধানকারী, তারা প্রকৃত তথ্য জেনে নিত।’[৭]

যখন কতক মুসলিম বিনা ওজরে মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত পরিত্যাগ করল, তখন এই আয়াত নাজিল হলো—

> إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنتُمْ ۖ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ ۚ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا ۚ فَأُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا

> ‘নিশ্চয় যারা নিজেদের প্রতি জুলুমকারী, ফেরেশতরা তাদের জান কবজ করার সময় বলে, “তোমরা কী অবস্থায় ছিলে?” তারা বলে, “আমরা জমিনে দুর্বল অবস্থায় ছিলাম।” ফেরেশতারা বলে, “আল্লাহর জমিন কি প্রশস্ত ছিল না যে, তোমরা তাতে হিজরত করতে?” এদের আবাসস্থল হলো জাহান্নাম এবং তা অত্যন্ত মন্দ স্থান।’[৮]

যখন আয়িশা ﵂-এর ব্যাপারে মুনাফিকদের রটানো ঘটনার পেছনে কতক সাহাবিও ছুটেছিলেন, তখন আল্লাহ তাআলা এ অপবাদের ব্যাপারে কুরআনের আয়াত নাজিল করেন। এই ঘটনায় আয়িশা ﵂ ছিলেন সম্পূর্ণ পবিত্র ও নির্দোষ। আল্লাহ তাআলা বলেন :

> وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

> ‘যদি দুনিয়া ও আখিরাতে তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না থাকত, তবে তোমরা যা চর্চা করছিলে, তার জন্য গুরুতর আজাব তোমাদের স্পর্শ করত।’[৯]

---

৭. সুরা আন-নিসা : ৮৩
৮. সুরা আন-নিসা : ৯৭
৯. সুরা আন-নুর : ১৪